প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : কিছু কথা কিছু স্মৃতি

' Sunil Ganguly: Kichu katha Kichu Smriti (

Amit Dey
UGC-NET (JRF), Research Scholar, BHU, Varanasi, India

Abstract

In the era of Bengali literature Sunil Ganguly (1934 – 2012) is an unforgettable name. His sudden departure has emotionally moved both the Bengals. Irrespective of political and non-political regions, people have attended his cremation. In reality behind Sunil, a litterateur, there remained ever friendly and charitable heart. He could win the hearts with ease. His literary sensibility took its shape from his intensity to express his inner self. He was not a born artist but moulded himself as an artist through deep devotion to literature. He never wrote to earn his bread but to quench the thirst of his heart. His contribution to Bengali literature is not a new matter. Some undiscovered fields about the person Sunil behind a litterateur Sunil have been tried to point out in the writing "Sunil Ganguly: Kichu katha Kichu Smriti".

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের আলোড়ন জাগানো নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪ - ২০১২)। অবিভক্ত বাংলার অধুনা ফরিদপুর জেলার আমগ্রাম (আমগাঁ, মায়ের মামার বাড়ি) সুনীল গাঙ্গুলীর জন্ম হয়। সেদিন ছিল ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সাল (বাং ২১ ভাদ্র, ১৩৪১)। পিতার নাম কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতার নাম মীরা দেবী। সুনীল ছিলেন ভাই-বোনেদের জৈষ্ঠ্য। সুনীলের অন্য দুই ভাইয়ের নাম অনিল ও অশোক এবং বোনের নাম কণিকা।

জীবনের প্রথম থেকেই সুনীল ছিলেন বই পিপাসু, বিশেষ করে সাহিত্য অনুরাগী। তাঁর বই পড়ার নেশা জাগে মা মীরা দেবীর পড়ার অদম্য ইচ্ছা দেখে। ছোটবেলা থেকেই ব্যাপক গল্প বই পড়ার নেশা ছিল সুনীলের। মা মীরা দেবী পার্শ্ববর্তী 'বয়েজ অন লাইব্রেরি' থেকে দুটি করে বই নিয়ে এলে সুনীল সেগুলি মায়ের অজান্তে কখন পড়ে ফেলতেন। ছোটবেলাতে তাঁর বাবা টেনিসনের কবিতা অনুবাদ করতে দিলে তিনি নিজেই কবিতা লেখার কথা ভাবতেন। মাত্র ১০-১১ বছর বয়সে বঙ্কিম রচনাবলী শেষ করেছেন, ক্লাস সেভেনে 'শেষের কবিতা' পড়ে ফেলেছেন। অস্কার ওয়াইল্ডের "Picture of Dorian Gray' নামক উপন্যাসটিও পড়ে ফেলেছেন।

সুনীলের বয়স যখন বারো তখন বাংলার বুকে ভয়ংকর দাঙ্গা (১৯৪৬) শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হয়ে গেল। এপার-ওপার বাংলার পারাপার বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের বাড়ি সব হারিয়ে গেল। পিতা কালীপদবাবুর মাথার উপর অসম্ভব বোঝা নেমে এল। পরিবারের জৈষ্ঠ্য সন্তান হিসাবে সুনীল বাধ্য হয়ে বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে টিউশন করতে লাগলেন। চরম অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যেও তিনি পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। সিটি কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ

ক-রন। চার বছর পর ১৯৫৮ সা-ল প্রাই-ভট -থ-ক বাংলায় এম.এ. পাশ ক-রন। জীব-ন স্থিরতা পাননি। ছু-ট -বড়ি-য়-ছন এখা-ন ওখা-ন। -কানখা-ন নির্দিষ্ট ঠাঁই -ম-লনি। টিউশনি ক-র-ছন, কখ-না হাবড়ায় করণিকের কাজ, কখনো ‘জনসেবক’ পত্রিকায় পার্ট টাই-মর কাজ ক-র-ছন। পয়সা এ-স-ছ, -শষ হ-য় -গ-ছ, আবার -বকার আবার টিউশনি এভা-বই জীবন চলেছিল সুনীলের। গ্রে স্ট্রিটের একটি চঞ্চলা কি-শারী-ক -দ-খ ‘একটি চিঠি’ কবিতা -ল-খন যা ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হ-য়ছিল। এরপর আর -থ-ম থা-কননি সাহিত্যিক সুনীল। ১৯৫৮ সা-ল প্রকাশিত হয় ‘একা এবং ক-য়জন’ নামক কাব্যগ্রন্থটি। পরবর্তীকা-ল ঐ না-ম তিনি একটি উপন্যাসও রচনা ক-র-ছন।

সদা হাস্যমু-খর এই মানুষটি ছি-লন -বশ সদালাপী। যখন -যখা-ন -যভা-ব -প-র-ছন মানুষ-ক ভা-লা-ব-স-ছন। আর তাই মানুষ সুনী-লর নানাদিক সমানভাবে পত্র-পত্রিকায় আলোড়িত হয়েছে। দু একটি উদাহরণ দি-লই তা সুপরিস্ফুটিত হ-ব :

ক. ‘দপ্ত-র ঢু-কই -সই আ-গর ম-তা সবাই-ক কুশল জিজ্ঞাসা করতেন, যাওয়ার সময় যাদের -চয়া-র -দখ-ত -প-তন তা-দরই ব-ল -য-তন। -চা-খ পড়ার ম-তা রঙ-বর-ঙর জামা পরা বিরাট মানুষটির উপস্থিতিই দপ্ত-রর বাতাবরণটি-ক -যন বদ-ল দিত। ওঁর হাসিমুখ, ওঁর ধীর পদ-ক্ষপ, ওঁর কথাবার্তা - সব কিছুতেই এমন এক ব্যক্তিত্ব আর আপনজন-ক -ছাঁয়া’।[১]

খ. ‘সুনীলদা-ক কখনও আমার -সলিব্রিটি ম-ন হয়নি। -সলিব্রিটি তা-কই ব-ল যিনি তাঁর য-শর জন্য ক-ঠার পরিশ্রম ক-র-ছন প্রায় শ্রমি-কর ম-তা। সফলতা এ-ল -চা-খ কা-লা -রাদ চশমা প-র -নন সাধারণ মানুষ-ক এড়ি-য় চলার জন্য। যখনই তার সাম-ন দাঁড়ি-য়ছি হাসিমু-খ অভ্যর্থনা ক-র-ছন সবসময়।’[২]

গ. ‘সুনী-লর বন্ধু-বাৎসল্য ছিল কিংবদন্তীর ম-তা। বন্ধু-দর আবদার -ফল-ত পারত না ব-ল নি-জর জরুরী কাজ ফেলে তাদের সঙ্গ দিয়েছে, তা-দর -লখা ছাপি-য় -দবার ব্যবস্থা ক-র-ছ, যখন ইচ্ছে নেই তখনও সুরা পান করেছে তাদের সঙ্গে ব-স। প্রায় প্রতি রা-তই থাকত তার -কানও না -কানও বন্ধুর বাড়ি-ত পান-ভাজ-নর -নমন্তন্ন।’[৩]

সুনী-লর বন্ধু-বাৎস-ল্যর কথা বল-ত গি-য় আমা-দর ম-ন প-ড় যায়, হাংরি আ-ন্দাল-নর কথা। সুনীল এই আ-ন্দালন-ক শুরু -থ-কই সমর্থন ক-রননি। কিন্তু আদাল-ত মামলা গড়া-ল -সদিন হাংরি আ-ন্দালনকারী-দর পা-শই দাঁড়ি-য়ছি-লন সুনীল। তাঁ-দর হ-য় আদাল-ত সাক্ষী দি-য়ছি-লন তিনি। তিনি জানি-য়ছি-লন, হাংরি -লখক-দর -লখা উগ্র কিন্তু অশ্লীল নয়। এ-ত সাহিত্য দূষ-ণর -কান কারণ নেই। শক্তি চাটুজ্জ্যে প্রমুখরা ছাড়া -প-য়ছি-লন। অকৃপণ হৃদ-য়র অধিকারী সুনীল -বকার -ছ-ল-ম-য়-দর অকাত-র জাহাজভাড়া ও এক হাজার ক-র টাকা দান ক-রছি-লন আন্দামা-ন গি-য় চাকরি -খাঁজার জন্য। গাঁ-য়র গরীব -ম-য়-দর সাহায্যা-র্থ বনগাঁ-ত ‘প-থর পাঁচালী’ নামক একটি সংস্থা খু-লছি-লন। প্রচা-রর আ-লায় না এ-স আড়া-ল আবডা-ল বহু মানুষ-ক সাহায্য ক-রছি-লন সুনীল গাঙ্গুলী।

সদালাপী এই মানুষটি অন্যায়ের সঙ্গে কখ-না আ-পাষ ক-রননি। -তাষা-মাদ ক-র চল-ত -শ-খননি। -যখা-ন যা বলা প্র-য়াজন ম-ন ক-র-ছন তা ব-ল-ছন। একদা টাটা -কাম্পানীর -পাগ্রা-ম গি-য় ‘খরা’ গল্পটি পাঠ করাতে মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট -কষ্ট-বিষ্টু-দর মুখ থমথ-ম হ-য় গি-য়ছিল। -সদি-নর সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সুব্রত নিয়োগী জানি-য়-ছন -

> ‘গল্প পা-ঠর -শ-ষ একটাও হাততালি পড়ল না -কাথাও। আমি সামান্য বিব্রত। সারা দর্শকাসন স্তব্ধ। এ-কবা-র যা-ক ব-ল পিনড্রপ নিস্তব্ধতা।.........এদি-ক প-রর দিন সকা-ল অফিস -য-তই আমার ডাক পড়ল উর্দ্ধতন কর্তার ঘ-র। -কাম্পানির সি.ই.ও আমা-ক তলব ক-র-ছন।.........যা-ক তা-ক নি-য় আসছ আমা-দর অফিসে। বিনা অভিজ্ঞতাতেই লেখক এসব লি-খ-ছন।’[৪]

শুক-না হাততালি পাবার প্রত্যাশায় সুনীল কখ-না -ল-খননি। জীব-ন বহুবার সমা-লাচিত হ-য়-ছন তবু -থ-ম থা-কননি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সুনীলের প্রয়াণে ‘দেশ’ পত্রিকার ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’ বিশেষ

ISSN 2278-5264

সংখ্যায় সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় কলামে লিখেছেন -

'......বঙ্গজ বামপন্থীদের চোখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন স্রেফ সি আই এ-র একজন দালাল বই কিছু নন। তাঁর বিরুদ্ধে চরবৃত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ না মিললেও তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে নিয়মিত গালমন্দ করে গিয়েছেন বামপন্থীরা। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি কবি।......আবার ঘোষিতভাবেই তিনি পরিবর্তনপন্থী ছিলেন না। বরং সুনীল লিখছিলেন, বাম জমানার পরে যারা এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারে, তাদের কথা ভাবতে গেলে তাঁর বিবমিষা হয়।.....সুনীলের সমালোচনায় গাত্রদাহের কারণ ঘটেছিল বলেই তাঁকে শিশু-কিশোর একাদেমির সহসভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিতে সৌজন্য-শিষ্টাচারে বাধেনি পরিবর্তনপন্থী সরকারের।'[৫]

তবু সুনীল ছিলেন নিশ্চুপ। কারণ তিনি জানতেন তিনি রাজনীতির কারবারি নন, তিনি কলমের কারবারি।

সুনীলের অমায়িক স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে তাঁর এক চিঠির কথা বলতেই হয়। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার লেখা যোগাড় করতে গিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষকে এক চিঠিতে জানান - 'লেখা আনতে আপনার বাড়ি যেতে হবে । এর মধ্যেই একদিন যেতাম। কিন্তু বিলেত ঘুরে এসে আমি খানিকটা সাহেব হয়ে গেছি - মনে হল, আপনার বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি, এবার আপনার একবার আসা উচিত আমাদের বাড়িতে - রিটার্ন ভিজিট হিসেবে। অকিঞ্চিৎকর মানুষের পক্ষেও এরকম আশা করা অবৈধ নয়।'[৬] কবি শঙ্খ ঘোষ না গিয়ে সেদিন থাকতে পারেননি। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'না গিয়ে কি থাকতে পারা যায় ?'[৭] বন্ধুর এমন আবেদন অগ্রাহ্য করার শক্তি কারোর নেই। এই তো সেদিন 'সুনীল স্মরণ' সভায় এসে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সুনীলের স্মৃতিকথন করতে গিয়ে যা বলে গেলেন তাতে অমায়িক সুনীলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে বই কমে না। ঘটনাটি ঘটেছিল কোন এক সন্ধ্যেবেলায়। এক জায়গাতে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন সুনীল ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সে সময় সুনীলের এক বন্ধুর আগমন ঘটে। তিনি এসেছিলেন একটি কবিতা দেখাতে, সেটি ছাপার যোগ্য কিনা তা বিচার করাতে। যে বন্ধুটি এসেছিল তার বন্ধুর ছেলে লিখেছিল ঐ কবিতাটি। সুনীল যথারীতি কলম নিয়ে কাটাকুটি করতে করতে এমন একটি জায়গায় কবিতাটি দাঁড় করালেন যে ঐ কবির মাত্র দু'লাইন রয়েছে। বাকিটা সুনীলের। সংশোধনের পর সুনীল ভদ্রলোককে ফেরৎ দিয়ে দেন। তখন শীর্ষেন্দু জানান কবির নামটিও সংশোধন করে তার নামের সাথে 'সুনীল' শব্দটি যোগ করে দেবার জন্য। একথা শুনে সুনীল হো হো করে তার হেসে ওঠেন। এভাবে বেনামে বহু কবিতা সুনীল লিখে দিয়েছেন। সে সমস্ত উদ্ধার করলে সুনীলের রচনার সম্ভার আরও বাড়বে।

মিশুক সুনীলের আর একপ্রস্থ পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে :

"সুনীলদার সঙ্গে মেদিনীপুর যাচ্ছি। সঙ্গে মা, শংকর আরো কেউ কেউ। অ্যাম্বাসাডর ছুটছে, পোগ্রাম আছে। হঠাৎ সুনীলদা বললেন - 'ইন্দ্রাণী গান ধরো'। আমি চুপ। মুড না থাকলে আমি গাইতে চাই না বরাবরই। ওতে আমার ধারণা গান যথাযথ সম্মান পায় না। সবাই চাপাচাপি করতে থাকে। আমি বেশি কথা কোনদিনই বলিনা। বিশেষ করে বাইরের লোকজনের সামনে। কিছুই বললাম না। গানও গাইলাম না। হঠাৎ সুনীলদা গান ধরলেন - 'জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' সঞ্চারীতে যেতেই অস্থির হয়ে বললাম, 'নাঃ! সুর হল না।' এবং আমি পুরো গানটা গাইলাম। গান শেষ হলে সুনীলদা বললেন - 'দেখছ কেন ভুল সুর করছিলাম ?' সবাই হেসে উঠল।"[৮] এমনই প্রাঞ্জল ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুনীল।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অনেক কথায় উঠে এসেছে তাঁর লেখনিতে। সুনীলের জীবনে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই এসেছেন বিশ্বকবি। তাঁকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন আবার কখনো পুনরাবিষ্কার করেছেন। গ্রহণ ও

বর্জনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন সুনীল গাঙ্গুলীর জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’ হিসাবে সম্বোধন, শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বর্ণাশ্রম প্রথার অক্ষরে অক্ষরে পালন ইত্যাদি নানা ঘটনা সম্পর্কে তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত বিরোধের কথা তিনি প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘গুরুদেব’ হয়ে ওঠা সম্পর্কে সুনীল জানিয়েছেন -

‘গুরুদেব শুনলেই ধর্মীয় গুরুদের কথা মনে পড়ে, যাঁরা আধ্যাত্মসাধনার নির্জন বাস ছেড়ে মাঝে মাঝেই সমাজে বিচরণ করতে আসেন এবং এমন কিছু করে ফেলেন যা অসংযমী এবং সাধারণ নীতিহীন মানুষদেরও ছাড়িয়ে যায়।’[৯]

আবার শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রসঙ্গে বলেছেন -

‘ইংরেজ প্রবর্তিত কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতেই পারতেন, কিন্তু তা প্রাচীন ভারতের আদর্শে ব্রহ্ম বিদ্যালয় হতে যাবে কেন ?......শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টিতে বর্ণাশ্রমপ্রথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে, এমন কি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য ছাত্রদের পোশাকের রং পর্যন্ত আলাদা আলাদা......।’[১০]

বিরোধিতা করবেন বলে আসরে অবতীর্ণ হন সুনীল। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তিনি। যিনি বলতে পারেন ‘তিনজোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটায় পাপোশে’। তিনিই আবার দরাজ কণ্ঠে বলেছেন -

‘কোন নবীন লেখক যদি সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নিজস্ব ভাষা সন্ধানের চেষ্টা না করে রবীন্দ্রনাথেই আপ্লুত থাকে সে অতি মুর্খ। পরিণত বয়সেও যদি কোন লেখক রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে থাকে, তাঁকে জীবনযাপনের সঙ্গী করে না নেয় তাহলে সে আরও বড় মুর্খ !’[১১]

যাইহোক সবশেষে বলা যায়, ভারতীয় সাহিত্যজগতে সুনীলের মৃত্যুতে একটি বিরাট অধ্যায়ের অবসান হল। মহাষ্টমীর গভীর রাতে তিনি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। কলকাতার রাজপথে সদালাপী এই মানুষটার মরদেহটি একবার চোখে দেখার আশায় অজস্র মানুষ ভীড় জমিয়েছিল, বিদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ এসেছিল। অগুন্তি সুনীল ভক্ত ফেসবুকে তাদের প্রোফাইল কালো করে দিয়েছিল। একজন লিখেছিলেন -

‘একসাথে অনেক আত্মীয়ের বিদায় ঘটল, যেন একই পরিবারের অনেক লোক একসাথে চলে গেলেন। কাকাবাবু, সন্তু, জোজো, নীলমানুষ, গুটুলি, নীরা, অসীম, সঞ্জয়, হরি, নরেন্দ্র ভার্মা......এবং আরো অনেক।’[১২]

সুনীল অমর। সুনীলের মতো মানুষদের মৃত্যু হয় না। সাহিত্যিক ইন্দ্রনীল সান্যাল যথার্থই বলেছেন - ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : Never born, never died, just visited our planet from 1934 to 2012'

তথ্যসূত্র :

১. "*প্রিয় 'দেশ', প্রিয় মানুষ*", হর্ষ দত্ত, '*দেশ*' পত্রিকা, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' সংখ্যা, নভেম্বর ২, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪২।
২. '*চেনা সুনীল*', সুব্রত নিয়োগী, '*কারুকথা এই সময়*', পৃষ্ঠা ৭১, শারদীয়া ১৪১৯।
৩. '*চলে গিয়েও সুনীল রয়ে গেলেন*', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, '*দেশ*' পত্রিকা, নভেম্বর ২, ২০১২, পৃষ্ঠা ২৪।
৪. '*চেনা সুনীল*', ডুব্রত নিয়োগী, '*কারুকথা এই সময়*', শারদীয়া ১৪১৯, পৃষ্ঠা ৬৯।
৫. '*দেশ*', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পাদকীয়, ২ নভেম্বর, ২০১২।
৬. "'*কৃত্তিবাস*'*-এর টানাপোড়েন*", শঙ্খ ঘোষ, '*দেশ*', নভেম্বর ২, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৪।
৭. তদেব।
৮. '*লেখো পারবে - সুনীলদা বলেছিলেন*', মাসিক '*বসুমতী*', ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬১।
৯. '*রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার*', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেজ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫।
১০. তদেব।
১১. '*রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার*', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেজ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৫।
১২. '*বিদায় সুনীল গাঙ্গুলী*', অনন্যা দাশ, পরবাস সংখ্যা - ৫২, অক্টোবর, ২০১২।